সমবায় সংগ্রাম

নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের মুখপত্র

ই-ম্যাগাজিন | তৃতীয় সংখ্যা | জানুয়ারী-মার্চ ২০২২

সূচীপত্র ঃ——

- সম্পাদকীয়
- এন.ডি.সি.সি.বি.ই. ইউ.-এর সাধারণ সভার রিপোর্ট - *সঞ্জয় সাহা*
- সমবায় ব্যাঙ্ক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়ার বিরোধিতা করুণ *-অমর নাথ বেরা*
- স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা *- শিবপ্রসাদ বাউল*

উপদেষ্টা মন্ডলী

মনোরঞ্জন বসু,
কমল ভট্টাচার্য্য,
রাজেন নাগর,
অমরেন্দ্র নাথ পোদ্দার,
অশোক রায়

সাধারণ সম্পাদক

তপন কুমার বোস

সম্পাদক

অমর নাথ বেরা

।। সম্পাদকীয় ।।

অতিমারির আরো একটা বছর অতিক্রান্ত হলো। ফেলে আসা বছরে তার মারণ ছোবল থেকে মানব সমাজ রক্ষা পায়নি। আগামী দিনে যে অতিমারির আক্রমণ থেমে যাবে এমন আশারবাণী বিশেষজ্ঞরা শোনাতে পারেন নি। তাই আমাদের সতর্কতা জারি রাখতে ও কোভিড বিধি মেনে চলতে হবে। বছর আসে বছর যায়। বছর অন্তে আমরা কি পেয়েছি কি পাইনি তার হিসাব কষতে বসি। ২০২১ বছরটি ছিল ভারতবাসীর কাছে খুবই দুঃখ কষ্টের বছর। কেন্দ্রীয় সরকার দেশবাসীর প্রাণ রক্ষা করার দায় দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে সরকারি সম্পদ বেচে দিতেই ব্যাস্ত থেকেছে। তবু এই বছরটি শেষ হয়েছে জনগণের বিশেষ করে কৃষক জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বিজয় অর্জন। নয় লাখ ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের একরোখা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম যা ব্যাঙ্ক বেসরকারি বিল আটকে দিয়েছে। যা আগামী বছর আমাদের উৎসাহিত করবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্তনীতির দরুণ পেট্রোল ডিজেল গ্যাস সহ জ্বালানির দাম বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি যা সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছে। অতিমারির বছরগুলোতে হাজার হাজার অসংগঠিত শ্রমজীবী মানুষ কাজ হারিয়েছে। সংবাদে প্রকাশ গত নভেম্বর ২০২১ এই প্রায় ৬০লক্ষ চাকুরীজীবী কাজ হারিয়েছেন। বেকারত্ব সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের অসুবিধাও বেড়েছে। যে সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী EPFO থেকে পেনশন পান তাদের EPFO পেনশনের হার বৃদ্ধি করছে না। আর যারা ব্যাঙ্কের সুদের ওপর নির্ভরশীল একদিকে উর্দ্ধমুখী দ্রব্যমূল্য অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে সুদের হার নিম্নমুখী এই দুইয়ের মধ্যে পড়ে তদের জীবন অতিবাহিত করা দুঃসহ হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে এসেছে ব্যাঙ্ক বেসরকারি করণের হুমকি যা এইসব মানুষদের আতঙ্কিত করে তুলেছে। তাই সাধারণ মানুষ বিভিন্নভাবে সংগঠিত হয়ে অথবা

ব্যক্তিগতভাবে ব্যাঙ্ক বেসরকারি করণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। ১৬-১৭ই ডিসেম্বর দেশ ব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘটে নয় লক্ষ ব্যাঙ্ক কর্মচারীরর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে "ব্যাঙ্ক বাঁচাও দেশ বাঁচাও" স্লোগান কেন্দ্রীয় সরকারকে পেছু হঠতে বাধ্য করেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী কর্পরেটমুখী, দেশের সম্পদ বিক্রি করে দেওয়া, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বেসরকারি করণ, শ্রমিক কর্মচারী বিরোধী শ্রমকোড, ব্যাঙ্ক সহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ, সমবায় ব্যাঙ্ক বেসরকারি ব্যাঙ্কের হাতে তুলে দেওয়া নীতি বাতিল করা সহ ও অন্যান্য দাবিতে আগামী ২৮শে ও ২৯শে মার্চ ২০২২ দেশের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি ও ফেডারেশনগুলো ঐক্যবদ্ধ ভাবে সারা দেশে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। যা কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করবে জন বিরোধীনীতি পরিত্যাগ করতে।

আমাদের দাবিগুলো বাস্তবায়িত করার জন্য আমাদেরও আরোও উদ্যোগী হতে হবে। গত ১১-১২ই ডিসেম্বর ২০২১ বাঁকুড়া শহরে অনুষ্ঠিত প্রথম জেনারেল কাউন্সিল সভায় দাবিগুলো সূত্রবদ্ধ করা হয়েছে। আসুন কমরেড সংগঠনের প্রসার ঘটাতে ও আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য নতুন উদ্যমে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করি।

নববর্ষে সকলকে জানাই প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাঁকুড়া জেলা সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

(অন্যতম অংশীদার পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

রেজিঃ নং - ২৫ বি.কে., তাং - ০১/০৬/১৯৫৪

হেড অফিস - রামপুর মনোহরতলা, পো ও জেলা - বাঁকুড়া

শাখা অফিস - কোতুলপুর, বিষ্ণুপুর, খাতড়া

আমাদের এই ব্যাঙ্কে কৃষি সংক্রান্ত ঋণ যেমন ট্রাক্টর, পাওয়ার ট্রিলার, পোলট্রি, ডেয়ারী, ছাগল পালন, গ্রামীণ গুদাম ঘর ইত্যাদি এবং অকৃষি ও পরিষেবা সংক্রান্ত লোন নতুন গৃহ-নির্মাণ, বাড়ী মেরামতি, ফ্ল্যাট ক্রয় ইত্যাদি সমস্ত প্রকার ঋণ দেওয়া হয়। ঋণের জন্য প্রতি ব্লকে আমাদের সুপার ভাইজারের সাথে এবং হেড অফিস ও শাখা অফিসগুলিতে যোগাযোগ করুন।

এই ব্যাঙ্কে কৃষি সংক্রান্ত সব ধরণের ঋণে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে সুদের উপর ভর্তুকি দেওয়া হয়।

হেড অফিস ফোন নং - ০৩২৪২-২৫০২৫৪,২৫৭২৮৭,

ইমেল - bankuraardb@gmail.com

বিঃ দ্রঃ- আমাদের হেড অফিস ও শাখা অফিসে

FD,RD,Flexi,MIS এবং লকারের সুব্যবস্থা আছে।

নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সভার রিপোর্ট

সঞ্জয় সাহা

এ.বি.সি.বি.ই.এফ. এর সাধারণ সম্পাদক তপন কুমার বসু-র ভাষন ঃ-

বিগত ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২১ রবিবার নদীয়ার কৃষ্ণনগর শহরে নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ২১তম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ব্যাঙ্কের নিজস্ব সভাগৃহে যাহার নামকরন করা হয় ব্যাঙ্কের প্রবাদপ্রতিম কর্মচারী দ্বয়ের নামানুসারে, কালিপদ ঘোষ নগর ও সবিতাংশু দত্তগুপ্ত মঞ্চ।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ইউনিয়নের পতাকা উত্তোলন করেন সভাপতি শ্রী উজ্জ্বল কুমার সরকার মহাশয়। তারপর শহীদবেদিতে মাল্য ও পুষ্পদান পর্বেরপর মূল সভার কাজ শুরু হয়। সভার শুরুতে কমঃ অমরেন্দ্র পোদ্দারের নাম প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হয়ে সভাপতি নির্বাচিত হয়। অতিথি বরণ করেন ইউনিয়নের মহিলা সভ্যবৃন্দা। এরপর উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষন প্রদান করেন AICBEF এবং ABCBEF সাধারণ সম্পাদক কমঃ তপন কুমার বসু মহাশয়। তিনি তার বক্তব্যে স্মরণ করিয়েদেন যে ১৯৭২ সালে AICBEF এর হায়দ্রাবাদ অধিবেশনে সকল সমবায় ব্যাঙ্কের একত্রিকরনের দাবী ওঠে এবং এই মর্মে প্রস্তাব পাশ করা হয়, কিন্তু বিগত বছর গুলিতে অনেক আন্দোলন - ধর্না - সভা - ডেপুটেশন এর মাধ্যমে অবশেষে ২০২১ সালে RBI এই মর্মে নির্দেশ জারি করে। যাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রবাদ প্রতিম মনোরঞ্জন বোস বলেন —"দেরীতে হলেও RBI এর বোধদয় হয়েছে"। তিনি আরও বলেন ভারতবর্ষের ভৌগলিক ও ভাষাগত বৈচিত্রের মতো সমবায় ক্ষেত্রেও বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। আসাম-ত্রিপুরা সহ উত্তরপূর্ব ভারতের আটটি রাজ্যে একরকম গঠন পশ্চিমে গোয়া -মহারাষ্ট্র আর একরকম গঠন দক্ষিনে কেরালা-তামিলনাড়ু-অন্ধ্রপ্রদেশ আর একরকম গঠনগত বৈচিত্র পরিলক্ষিত হয়। কেরালাতে State Bank of Travencore যখন মূল SBI এর সাথে মিশে যায় তখন কেরালা সরকার আইন পাশ করে সকল DCCB গুলিকে SCB এর মিশিয়ে Kerala Bank এর আত্মপ্রকাশ ঘটায়। যেহেতু SBI Travencore ছিল তাদের নিজস্ব ব্যাঙ্ক কিন্তু SBI এর সাথে মিশে যাওয়ার পর সেই সত্বা আর রইল না। তখন Kerala Bank এর গঠন সেই অভাব পূর্ন করেছে।

কথা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার সমবায়ের জন্য আলাদা দপ্তর বন্টন করেছেন। এটা একটা ভাল দিক। "Strong Political Will Develop Co. Op Sector" RBI, Co. Op Bank এর মার্জারের যে নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে তার বিরোধিতা করে NAFSCOBF Chairman যে চিঠি দিয়েছেন তাতে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং বলেন Dr. Prakash Bakshi কমিটির সুপারিশ ছিল De layring of one Tier এবং PACS গুলি BC/BF হিসাবে কমিশন ভিত্তিক এজেন্ট হিসাবে কাজ করবে। এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়নি।

NABARD তার আইন সংশোধন করে PACS গুলিকে Direct Finance করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই Co-op. Bank এর ভবিষ্যৎ, স্বার্থ এবং তার কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবতে হবে।

তিনি অভিযোগের সুরে বলেন Co-op Bank এর কর্মচারীদের পারস্পরিক যোগাযোগ খুবই কম। তাই জেলায় জেলায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সংগঠিত করা যায় না বা বিভিন্ন কর্মসূচী পালনে ঘাটতি থেকে যায়।

২০১৯-২০ সালে NABARD সকল SCB এবং DCCB গুলির Perfomance Report প্রকাশ করেছে - দেখা যাচ্ছে যেখানে Unitary Structure আছে সেখানে Bank-এর Net Profit Margin অনেক বেশী।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে কেন্দ্রীয় সরকার আয়কর দপ্তরের নির্দেশিকা বলে Co-op. Bank এর থেকেও Income Tax আদায় করছেন। ২০১৯-২০ সালে ২৫০-২৭৫ কোটি টাকা Tax Collecton হয়েছে। এই রাজ্য থেকে। তাহলে ২৩টা SCB থেকে কত টাকা হতে পারে ? তিনি দাবী করেন এই অর্থরাশি থেকে কেন্দ্রীয় সরকার তহবিল গঠন করুক এবং Co-op Bank এর সাহায্যে এগিয়ে আসুক।

কথা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে সমবায় মূলত কৃষকদের সংগঠন। এখানে "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" এই শ্লোগান কার্যকর করতে হবে।

ব্যাঙ্ক কর্মচারী ঐক্য মজবুত করার আহ্বান জানান তিনি। Trade Union কে ভুললে চলবে না বরং একে আরও শক্তিশালি ও বিচিত্রমুখী করতে হবে বলে তিনি জানান।

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে এই মাধ্যম কে কাজে লাগিয়ে ও Social Platform এর বিভিন্ন স্তরে Trade Union Movement কে ব্যাপক বিস্তৃতি প্রদান করতে হবে।

এই কোভিড-১৯ মহামারীর সময় যেখানে সকল ক্ষেত্রে কর্মী সংকোচন, বেতনহ্রাসের খবর আমরা পাচ্ছি সেখানে একমাত্র ব্যাঙ্কিং শিল্পই ব্যাতিক্রমী সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে। দীর্ঘ টালবাহানার পর 11th Biprtite চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

সমাজের প্রতি সমবায় ব্যাঙ্কের যে দায়বদ্ধতা আছে তার কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বিগত বছরগুলোতে ফেডারেশন ও নদীয়া ইউনিটের বিভিন্ন সমাজকল্যাণ মূলক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই সম্মেলনে তিনি মৌলিক কিছু চিন্তা-ভাবনার কথা বলেন। কেরালায় সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে Hospital চলছে। এখানেও সেরকম কিছু করার আহ্বান জানান তিনি।

সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেও নদীয়া ব্যাঙ্কের উত্তরোত্তার শ্রীবৃদ্ধি ও ইউনিয়নের আগামী দিনে চলার পথ মসৃণ হোক এই আশা প্রকাশ করে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান, শ্রী শিবনাথ চৌধুরী মহাশয়ের ভাষণ ঃ-

নদীয়া ব্যাঙ্কের কর্মযোগী চেয়ারম্যান ও দীর্ঘদিনের শিক্ষক, সমবায়ী ও পৌরসভার প্রশাসক শ্রী শিবনাথ চৌধুরী, মহাশয় তাঁর বক্তেব্য ভারতবর্ষের অর্থনীতির বেহাল ও দৈন্যদশার কথা উল্লেখ করেন। RBI আজ তার

কৌলিন্য হারিয়েছে - কেন্দ্রীয় সরকার RBI কে মূক-বধির করে একের পর এক জনবিরোধী নীতি প্রণয়ণ করে চলেছে। De-monetization এর সময় বিভ্রান্তিমূলক সার্কুলার জারী করে সমবায় ব্যবস্থাকে শেষ করে দিয়েছে। এবং মানুষের মনে সমবায়ের প্রতি যে আস্থা ছিল তা ভূলুণ্ঠিত করেছে। বর্তমানে আবার পূর্বাঞ্চলীয় UBI কে উত্তরাঞ্চলীয় PNB এর সাথে মিশিয়ে দিয়ে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় আমূল পরিবর্তন আনতে গিয়ে জনসাধারণকে আর একপ্রকার হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।

RBI এর নীতি, কর্মপদ্ধতি বিভ্রান্তিমূলক বলে তিনি উল্লেখ করেন। Banking শিল্পে দেশে বড় বড় দুর্নীতির জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে কাঠগড়ায় তোলেন। PMC Bank এর দুর্নীতি UCB থেকে কোটি কোটি টাকা নয়ছয় হওয়া এবং UCB গুলির গণতন্ত্রে আঘাত হানার কাজও এই সরকারের আমলে হচ্ছে। নির্বাচন ছাড়া Coporate Sector এর মতো UCB Board গঠন করার কথা সরকার বলছে এবং এর মাধ্যমে ক্ষমতা কুক্ষীগত করতে চাইছে।

রাজ্যস্তরের নিরিখে বিগত সরকার যে সমবায় ক্ষেত্রে ১৩৪C ধারা প্রণয়ণ করেন তাহার সমালোচনা করে তিনি বলেন যে কিছু অসাধু সমবায়ী এই ধারায় অপপ্রয়োগ করে প্রয়োজনের তুলনায় বেশীবেশী করে কর্মী নিয়োগ করে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছে।

গ্রামীন অর্থনীতিতে সমবায় একটা বড় ভূমিকা পালন করে এবং এর মতো এত ব্যাপকভাবে জনসংযোগ অন্য কোনো ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয় না।

Delayring of Co-op Structure সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিন জানান যে এর ফলে Bank কর্মচারীদের কর্মনিশ্চয়তা থাকবে, বেতন কাঠামো উন্নত হবে, দুর্বল সমবায় ব্যাঙ্কগুলি ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

পক্ষান্তরে সুপারভাইজারদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সঙ্গে ব্যাঙ্কের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে, দ্বিস্তরীয় ব্যাবস্থায় তাহার সম্ভাবনা কম বলে তিনি মন্তব্য করেন। সমবায়ের আসল মালিক শেয়ার হোল্ডারগণ, তারা যদি রাজী না হন তাহলে কিভাবে এই স্তর পরিবর্তন সম্ভব হবে?

মার্জারের ফলে Federal Structure ধ্বংস হবে বলেও তিনি মনে করেন।

সর্বশেষে বিগত দিনের মতো আগামী দিনেও যে বোর্ডের তরফ থেকে কর্মচারীদের সহায়তা করা হবে তাহা তিনি নিশ্চিত করেন। এই বোর্ডের আমলে Retd. Emp দের Family Pension চালু, সময়ের একবছর পূর্বেই বেতন কাঠামো নবীকরণের মতো বিভিন্ন কল্যাণকর পদক্ষেপের কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দেন।

অন্যান্য নেতৃবৃন্দের ভাষণ ঃ-

নদীয়া জেলার BPBEA-এর নেতা কমঃ অমলেশ সাহা তার বক্তেব্যর শুরুতে দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সঙ্গে এবং মুনাফা অর্জনের জন্য এই Bank এর সকল কর্মচারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

AIBEA যে কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গুলীহেলন চলে না তাহার উল্লেখ করে তিনি বলেন এখান একটা রাজনীতির কথাই সকলে বোঝে তা হল কর্মচারীদের অর্জিত অধিকার রক্ষার রাজনীতি।

Banking শিল্পে বিগত দিনের অনিশ্চিয়তা কাটিয়ে Nationalization এরপর কিভাবে পরিস্থিতির বদল হয়েছে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে FRDI বিল নতুনভাবে আনার চেষ্টা করছে। এর বিরোধিতায় সকল Bank কর্মচরীদের এক হতে আহ্বান জানান। এর প্রতিবাদে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে প্রধানমন্ত্রী ও লোকসভার স্পিকারের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে তিনি জানান। নবীন প্রজন্মের Bank কর্মচারীদের এই আন্দোলনে সঙ্গ দেওয়ার আহ্বান জানান।

ABCBEF এর AGS এবং AICBEF এর কোষাধ্যক্ষ Central Com. Member কমঃ অশোক রায় তাঁর বক্তব্যে বর্তমান যুগোপযোগী চাঁদায় হারের কথা বলেন। রাজ্য Federation যে নদীয়া Bank Unit আলাদা গুরুত্ব পায় তার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। বিগত দিনে নদীয়া Unit এর বিভিন্ন কর্মসূচীতে রাজ্য ফেডারেশন পাশে ছিল এবং আগামী দিনেও সেই পারস্পরিক সম্পর্ক যে আরো মজবুত হবে সেই আশা করেন।

Delayring of tier নিয়ে সর্বস্তরে আলাপ আলোচনা হবে, এর ভাল-খারাপ দিকগুলি উঠে আসবে এর থেকেই আগামীদিনের কর্মপন্থা ঠিক করতে হবে।

রাজ্যে সকল Co-op Sector Bank একত্রীকরণ করে একটি মাত্র সমবায় Bank গঠন করার দীর্ঘদিনের দাবী নিয়ে রাজ্য ফেডারেশন আন্দোলন চালিয়ে এসেছে।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি জানান যে সকল ক্ষেত্রে Bank Management কিন্তু কর্মচারীদের স্বার্থ নিশ্চিত করে না, এর জন্য কর্মচারী সংগঠনগুলিকে মজবুত রাখার আহ্বান জানান কারণ বিপদে আপদে সংগঠনই কর্মচারীর পাশে দাঁড়াবে।

AICBEF এর Central Com Member এবং ABCBEF এর State Com. Member এবং ইউনিটের সেক্রেটারী আগত সকল প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে প্রকাশ্য অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতিনিধি সম্মেলন

বিরতির পর প্রতিনিধি সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। প্রথমে সভাপতি নির্বাচন হয় এবং Unit এর স্থায়ী সভাপতি শ্রী উজ্জল কুমার সরকার কে সভাপতি করে সভার কাজ শুরু হয়।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করা হয় এবং সম্পাদক কমঃ রঘুনাথ নন্দী তার ভাষণে বলেন যে সংগঠন বড় বেশী জেলাকেন্দ্রীক হয়ে পড়েছে। সভ্যরা জেলার বাইরে গিয়ে আন্দোলন কর্মসূচীতে যোগদান করার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে। বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে থেকে নেতৃত্বের নতুন মুখ উঠে আসার ব্যাপারে তিনি জোর দেন।

কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবী আদায়ের ক্ষেত্রে আমাদের সংগঠনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। Bank এর আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল হওয়ায় আমরা বিগত দিনগুলিতে দাবী-দাওয়া আদায় করতে পেরেছি। এ বিষয়ে Bank এর বর্তমান বোর্ড বিশেষ করে Bank এর চেয়ারম্যান সাহেবের সদর্থক ভূমিকার ভূয়ষী প্রশংসা করেন, ভবিষ্যতে Bank কে আরও ভালো স্থানে পৌছানোর ব্যবস্থা যে কর্মচারীদেরই করতে হবে

সে কথাও তিনি বলেন। বিগতদিনের প্রত্যেক CEO সাহেবরা কর্মচারীদের কর্ম প্রচেষ্টার যথেষ্ট প্রশংসা করে গিয়েছেন। সেই পরম্পরা বজায় রাখার ডাক দেন তিনি।

বকেয়া দাবী গুলির মধ্যে Mediclaim নিয়ে আলোচনা শেষ পর্যায়ে আছে বলে তিনি জানান। LFC G TA revision এর দাবী জমা করা হয়েছে। CPA অপরিবর্তিত থাকবে এবং Commercial Bank এর অনুকরণে Incentive System চালু করার আলাপ আলোচনা শুরু হয়েছে বলে তিনি জানান। আগামীদিনে চাঁদার হার পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়ে ও সংগঠনকে আরও মজবুত করার ডাক দিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

সভায় অন্যান্য সিদ্ধান্তের মধ্যে আগামী ২০২২ সালে রাজ্য ফেডারেশনের সম্মেলন সংগঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল এবং সম্ভাব্য ৫-৬ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে ধরে নিয়ে বাজেট অনুমোদিত হল। কিভাবে এই টাকা সংগ্রহ হবে, সেই ব্যাপারে Unit এর নিজস্ব সভায় কর্মপন্থা ঠিক করা হবে।

Retd. Emp. মধ্যে থেকে কমঃ অমরেন্দ্র নাথ পোদ্দার, কমঃ নিলয় দে, কমঃ উজ্জ্বল কুমার সরকার এবং কমঃ শিবশঙ্কর সরকার কে ইউনিয়নে পুর্নবহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের প্রতি পূর্ন সমর্থন জানিয়ে প্রতিবেদনের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে—

(১) কমঃ সমীর দে বলেন যে ইউনিয়নের অফিসঘর মেরামতের দরকার।

(২) কমঃ অলোক বিশ্বাস বলেন যে বিভিন্ন Block এ সমবায় সমিতিগুলির অর্থনৈতিক পরিকাঠামো ভালো হলে তবে Bank এর ভালো হবে। ECCS এর লগ্নী এখন আর ততটা নিরাপদ থাকছে না। কেননা বিভিন্ন E C C S এ তচ্ছরূপের ঘটনা সামনে আসছে।

কমঃ অমরেন্দ্র নাথ পোদ্দার ব্যাঙ্ক পরিচালনায় পেশাদারিত্ব আনার কথা বলেন ও NPA movement Register তৈরী করে তাহার মাধ্যমে NPA কমিয়ে আগামীদিনে Bank কে আরও ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে
২৮শে ও ২৯শে মার্চ
সারা ভারত ধর্মঘট
সফল করুন।

।। চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকীতে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী ।।

তমলুক ঘাটাল কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি পরিচালিত

সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও হলিডে হোম

দীঘা সমুদ্র সৈকতে সপরিবারে আপনার অবসর সময় অতিবাহিত করুন
সমুদ্রকে উপভোগ করুন এসি - নন এসি ঘর পাওয়া যায়, রান্নার ব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ

প্রবীর পাল
সম্পাদক
মো - ৮৩৭৩০৬২৪২১

চন্দন চন্দ্র
ম্যানেজার
মো - ৯৩৮২৯৩৭৬৮৭

সমবায় ব্যাঙ্ক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়ার বিরোধিতা করুণ

অমর নাথ বেরা

বহু প্রতীক্ষিত এবং কয়েক দশকের বহু আন্দোলনের ফসল কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী দফতরে সমবায়ের জন্য স্বতন্ত্র মন্ত্রী দফতর বিগত বছরে পাওয়া গেছে। AICBEF এর ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি কমরেড প্রদীপ কুমার কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে এক প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধে তিনি লেখেন "আমরা আশা করব নতুন মন্ত্রী দফতর তার পেশাদারিত্বের মাধ্যমে সমবায়ের অগ্রগতি ও ভালো কাজের বার্তা নিয়ে আসবে। আমরা আরো আশা করব যে নতুন মন্ত্রী দফতর উদ্বেগ নয় আশা ভরসার ক্ষেত্র সৃষ্টি করবে। অতঃপর আসুন সরকারের এই নতুন উদ্যোগ কে স্বাগত জানাই। AICBEF এর দীর্ঘদিনের দাবি পূর্ণতা পেল। আমারা অবশ্যই দফতরের কার্যকলাপের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখব। যদি সরকার জনবিরোধী উদ্যোগ গ্রহণ করে জনগণকে সাথে নিয়ে অবশ্যই তার বিরোধিতা করব।" সমবায় সংগ্রাম ই ম্যাগাজিন সংখ্যা ২৬/০৯/২০২১

আমাদের আশা নয়, উদ্বেগ ও আশঙ্কাই সত্য হলো বলেই মনে হচ্ছে। বর্তমানে সমবায় ক্ষেত্রে বহুল আলোচিত পাঞ্জাব মহারাষ্ট্র কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক (PMCB) ১৯৮৩ সালে আন্তঃরাজ্য সমবায় আইনে (Multi State Cooperative Act) নিবন্ধকৃত হয়ে ১৯৮৪ সালে কাজ শুরু করে। পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, গোয়া, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক জুড়ে ১৩৭টা ব্রাঞ্চ নিয়ে তার কার্যকলাপ বিস্তৃত ছিল। হেড অফিস মুম্বাই।

পর্ষদের শীর্ষ পদের ব্যক্তিদের আর্থিক তছরুপের জন্য ব্যাঙ্কটি রুগ্ন হয়ে পড়ে এবং RBI এক নির্দেশিকা দ্বারা ব্যাঙ্কের যাবতীয় কার্যকলাপ বন্ধ করে দেয়। এর পরিণতি যা হবার তাই হয়েছে। হাজার হাজার আমানতকারী তাদের কষ্টার্জিত সঞ্চিত আমানত কবে পাবেন তার অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। কর্মচারীরা পথে বসেছেন। পরিবার পরিজন নিয়ে কিভাবে সংসারে চালাবেন, জীবন যাপন করবেন তা ভেবে রাতের ঘুম গেছে। এই অচলাবস্থা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য RBI গত ২২শে নভেম্বর ২০২১ এক Press Realease মারফত জানায় যে PMCB কে Unity Small Finance Bank নামক একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার PMC Bank গত ৩৭ বছর ধরে যে বিশাল পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে, তার রয়েছে কয়েক শত অভিজ্ঞ কর্মী বাহিনী সেই ব্যাঙ্কটিকে সদ্য ভূমিষ্ঠ একটি প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। যখন কোন বেসরকারি ব্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্থ হয় তখন তা সরকারি ব্যাঙ্কের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়। তাহলে PMC ব্যাঙ্কটিকে কেন অন্য কোন আন্তঃরাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সাথে যুক্ত করে দেওয়া যাবে না ?

গত কয়েক দশকে কেন্দ্রীয় সরকার সমবায় ক্ষেত্র থেকে কয়েক শত হাজার কোটি টাকা আয়কর বাবদ সংগ্রহ করেছেন। তাহলে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো কোন কারণে রুগ্ন বা ক্ষতিগ্রস্থ হলে সেই তহবিলের অর্থ থেকে সাহায্য করা হবে না।

যারা এই অপরাধ সংগঠিত করল তাদের শাস্তি না হয়ে কেন অপরাধ না করেও আমানতকারী ও কর্মচারীরা শাস্তি পাবে ? প্রশ্নগুলো থেকেই যাচ্ছে।

AICBEF এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড তপন কুমার বসু খুব সঠিক সময়ে সঠিকভাবে এর সমালোচনা করেন। RBI যাতে এই কাজ থেকে বিরত থাকে ও সমবায় ব্যাঙ্কের সমবায় চরিত্র ক্ষুন্ন না হয় তার অনুরোধ জানিয়ে গত১লা ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রীকে চিঠি লেখেন এবং চিঠিতে এই আশা প্রকাশ করেন যে মন্ত্রী মহাশয় দ্রুত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

শিবপ্রসাদ বাউল

গ্রাম - পিড়রাগড়িয়া, পো- শিরসাড়া, জেলা - বাঁকুড়া, পিন - ৭২২১৫৫

আমাদের দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন পরাধীন ভারতবাসী শোষকের অত্যাচারে জর্জরিত হলেও মনে মনে এই ভেবে নিজেকে আশ্বস্ত করতো বা স্বান্ত্বনা দিত যে, দেশে যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে তাতে দেশ একদিন স্বাধীন হবেই। আমরা সেদিন আত্মমর্যাদা নিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে পারবো থাকবে না কোনো দুঃখ যন্ত্রনা।

অবশেষে একদিন সেই স্বপ্নের স্বাধীনতা বাস্তবায়িত হলো। সারা দেশের সাধারণ মানুষ আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল তারপর ভাবলো আনন্দ উচ্ছ্বাসে তো সংসার জীবন চলে না তার জন্য চাই কর্মজীবন চাই উপযুক্ত জীবিকা। আজ ২০২০ সালেও দেশের শতকরা ৭০ভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। স্বাধীনতার প্রাককালে হয়তো দেখা যাবে শতকরা ৯৯শতাংশ মানুষই কৃষি নির্ভর। কোনোরকম দিন গুজরান হয়। সবটাই ভগবান ভরসা। নেই উপযুক্ত পরিকাঠামো (কৃষির জন্য) নেই উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাগুলি গড়ে তুলতে চাই অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু অর্থ কোথায় মিলবে? এখনকার মতো তখন যথেষ্ট ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা বা সমবায় সমিতি ছিল না। যা ছিল তা শুধু মধ্য স্বত্ত্ব ভোগীদের হাতে। যারা ২০০ বছর ধরে ব্রিটিশ শক্তিকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিল। তাই দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং মানুষের চাহিদার কথা মাথায় রেখে তারা রাতারাতি ভোল বদলে মাথায় গান্ধিটুপি চড়িয়ে মহাজন সেজে বসল। উদ্দেশ্য সুদের ব্যবসা। চড়া সুদ কড়া নিয়ম কানুন। এই কড়া নিয়মের ফাঁদে পড়ে মানুষ সর্বশান্ত হতে থাকল। যে একবার ঋণ নিয়েছে সে আর ঋণ পরিশোধ করে বেরিয়ে আসতে পারে না। ঋণ শোধ তো দূরের কথা সুদের টাকা পরিশোধ করতে করতে জমি জিরেত যা ছিল সব বিকিয়ে গেল। শেষে ঋণ পরিশোধ করার জন্য অনির্দিষ্ট কালের জন্য বেগার শ্রমিকে রূপান্তরিত হলো। মানুষের মনে প্রশ্ন জাগল আমরা কী চেয়ে ছিলাম আর কি পেলাম? কবির ভাষায় এক কোন সকাল? এতো রাতের চেয়েও অন্ধকার। কিন্তু এ কথা কাকে বলবো। আগে তবু তো বিদেশীর হাতে পরাধীনতার কথা বলা যেতো কিন্তু এখন তো স্বদেশী ভাইদের হাতে নিঃশেষিত অবহেলিত ও নির্যাতিত। কেনো এমন হলো? হওয়ার একটাই কারণ। কারণ আমরা অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন নই। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া কোন স্বাধীনতাই স্বাধীনতা নয়। যেটুকু পাওয়া যায় (স্বাধীনতা) তা ক্ষমা, দয়া, করুনা বা অনুকম্পা নামে ভূষিত হয়। যা আর একজনকে মহান হতে সাহায্য করে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পথ খুঁজতে খুঁজতে ২২টা বছর অতিক্রান্ত। অতিক্রান্ত হলো স্বাধীনতার পর থেকে। অবশেষে প্রয়াত ইন্দিরাজীর প্রধান মন্ত্রিত্বে ১৯৬৯ সালে ১৪ (চৌদ্দো) টা ব্যাঙ্কে জাতীয় করণ করা হয়। সাধারণের হাতে অর্থ তুলে দেওয়ার জন্য কাজটা অতি সহজে হয়ে ওঠেনি। তার জন্য তৎকালীন প্রধান মন্ত্রীকে অনেক সমালোচিত হতে হয়েছিল যে, ভবিষ্যতে ব্যাঙ্কগুলো দেউলিয়া হয়ে যাবে। কারণ সাধারণ মানুষ টাকা পরিশোধ করতে পারবে না। কিন্তু শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সাধারণ মানুষ প্রমাণ করে দিয়েছিল ব্যাঙ্ক দেউলিয়া নয় বরং সম্পদশালী হবে। ফলস্বরূপ পরবর্তীকালে আরো ১২ (বারো) টা ব্যাঙ্ক কে জাতীয়করণ করা হয়েছিল।

ইতিমধ্যে সমবায় আন্দোলন ও বিস্তার লাভ করেছে। গ্রামে গঞ্জে দেখা যাচ্ছে সমবায় সমিতির সাইনবোর্ড, হোর্ডিং, পোস্টার ইত্যাদি। পরবর্তীকালে গ্রামীণ অর্থনীতি কে চাঙ্গা করার জন্য অতি সাধারনের হাতে টাকা তুলে দেওয়ার জন্য জন্ম হল গ্রামীণ ব্যাঙ্কের। সুষ্ঠু পরিকল্পনায় গ্রামের প্রান্তিক মানুষের হাতে অর্থ তুলে দেওয়ার জন্য জন্ম হল DRDA নামক সংস্থার। যার আওতার মধ্যে জন্ম হল IRDP, ITDP, SCP ইত্যাদি নামের নানা প্রোজেক্টের। Blue Revolution কে সফল করার জন্য জন্ম হল FFDA (মৎস চাষের উন্নতি সাধনের জন্য) DRDA এর কাজ আপাতত বন্ধ। কারণ যে Scheme এ অর্থ মঞ্জুর হত সে Scheme হয়ত কাগজে হয়েছে কিন্তু বাস্তবে হয়নি। মূল লক্ষ্য ছিল Subsidy বন্টন। চলতি পথে আমাদের নজরে এসেছে বাঁকুড়ার কোনো একটা ব্লক অফিসে চাষীদের সেচের কাজের জন্য Pump Set বিলি হচ্ছে। তার জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত স্তরের নেতাদের ব্যস্ততা সংবাদ পত্রের রিপোর্টার আলোক চিত্রীদের ছুটোছুটি ব্লকের কর্ম কর্তাদের কর্মব্যস্ততা চোখে পড়ার মতো। মনে মনে বেশ তৃপ্তি অনুভূত হতে থাকলো এই ভেবে যে, যাক এত দিনে চাষিদের জন্য কিছু পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। আমাদের গাড়ীটা কিছুটা এগোতেই (প্রায় এক কিলোমিটার) নজরে পড়ল গোটা চারেক গোরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ীগুলো খোলা আছে, গোরু গুলো খড় চিবোচ্ছে। গাড়ীর লোকগুলোর ইতস্ততঃ চাউনি রয়েছে ব্লক অফিসের দিকে। আমরা কৌতুহল বশতঃ নেমে পড়লাম গাড়ী থেকে বিষয়টা জানার জন্য। গাড়ীর মালিকদের কয়েকটা মুখ পরিচিত। জিজ্ঞেস করায় জানতে পারলাম ব্লক অফিসে সেচের জন্য যে Pump Set গুলো বিলি হচ্ছে সেগুলোর দাম ৬০০০/- ছয় হাজার টাকা মাত্র। বিলি বন্দোবস্ত হয়ে গেলে বাড়ী যাওয়ার পথে ঐ গাড়ীর লোকেদের কাছে ৪০০০/- (চার হাজার) টাকায় বিক্রি করে দিয়ে যাবে। ঐগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। সবিস্ময়ে জানতে চাইলাম ওরাও চাষী তোমরাও চাষী, ওরা Pump Set পেলো তো তোমরা পেলে না কেন? উত্তর এল সবাই কী আর পায়। পার্টির দাদাদের পিছন পিছন যারা সর্বক্ষণ ঘুরতে পারবে একমাত্র তারাই পাবে। যারা প্রকৃত চাষী তাদের সময় কোথায় দাদাদের পেছনে ঘোরার তাহলে চাষটা করবে কখন? তো ওরা চাষ করে না? যারা Pump Set পেল তারা চাষ করে না? নাকি জমি নেই? হয়তো অল্প স্বল্প জমি নিশ্চয়ই আছে। হয়তো সেচের ব্যবস্থা নেই। কিম্বা থাকলেও ওটা (চাষটা) করতে গেলে অনেক হেপা, অনেক ঝুঁকি। তার চাইতে দাদাদের পেছনে ঘুরলে গ্রামে, পাড়ায়, দাদাগিরি করা যাবে সঙ্গে মিলবে এটা সেটা মন্ডা মিঠাই। আমরা সবিস্ময়ে জানতে চাইলাম ওগুলো (পাম্প সেট) না হয় চার হাজর টাকায় বিক্রি করে দিল কিন্তু ব্যাঙ্ক এর কাছে ঋণ নেওয়া হল ছয় হাজার টাকা শোধ হবে কিভাবে? উত্তর এলো দাদা বলেছে ও ঋণ শোধ করতে হবে না। কিন্তু ব্যাঙ্কের লোক যদি না ছাড়ে? উত্তর তখন আমাদের ডাকিস। আরে বাবা কত বড় বড় শিল্পপতিরা কোটি কোটি টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করেনি। তাতে সরকার কি করতে পেরেছে? আর তোদের তো এই কটা টাকা। এইভাবে কষ্টার্জিত কৃষিতে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকল। অর্থাৎ পরিণতি না জানা। সঠিকভাবে অর্থের ব্যবহার না জানা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন - "সারা বিশ্বে এক বছরে উন্নয়নের জন্য যে টাকাটা খরচ হয়, তা যদি একটা ছোটো গ্রামে খরচ করা হয় এবং ঐ গ্রামের লোকেদের

অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভরতার সচেতনতার শিক্ষা না থাকে তা হলে ঐ বিপুল পরিমাণ অর্থ পেলেও ঐ গ্রামের উন্নতি হবে না। একটু খোলসা করে বললে এইভাবে বলা যায় একজন অশিক্ষিত দিনমজুর সকাল থেকে বেরিয়ে গেল কাজের সন্ধানে সন্ধ্যে বেলায় যা পেল তা দিয়ে চোলাই খেয়ে বাড়ীতে শূন্য হাতে ফিরলে ঘরণীর সাথে বাধলো ঝগড়া। পরি সমাপ্তি ঘটল ঠেঙানিতে। এরকম একজন মানুষকে তার অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যদি এক কোটি টাকা দেওয়া যায় তাহলে তার উন্নতি হবে? হবে না, বরং চোলাইয়ের মাত্রাটা বাড়বে আবার অন্যদিকে ধরা যাক যারা পাক্কা ব্যবসায়ী কোন গুজরাঠী বা মারোয়াড়ী ব্যবসা যাদের মজ্জাগত। তাঁদের বাড়ীর কোনো একটা ছেলেকে যদি এক লাখ টাকা দেওয়া যায়, তাহলে পাঁচ কী দশ বছর পরে খোঁজ নিলে দেখা যাবে সে তার মূলধন পাঁচ কি দশ লাখ টাকা বাড়িয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ সে তার অর্থের ব্যবহার জানে।

তাই শুধু অর্থ বরাদ্দ করলেই হবে না দেখতে হবে যাদের জন্য অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে এবং যাদের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে তাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভরতার সচেতনতার শিক্ষা বা বোধ আছে কিনা। যদি না থাকে তাহলে সে শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। শুধুমাত্র প্রান্তিক মানুষ জনের এ শিক্ষার ব্যবস্থা নয়, প্রান্তিক মানুষ জনকে যারা যান্ত্রিকভাবে ব্যবহার করে উন্নয়নের পরিকল্পনা রূপায়িত করবেন, তাঁদের প্রত্যেকের সেই শিক্ষার প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে প্রতিটি মানুষের।

পরিশেষে বলতে চাই হাতেগোনা কয়েকটি মাত্র ট্রেনিং সেন্টার-এ একগুচ্ছ ব্যাঙ্ক কর্মচারী প্রশিক্ষণ দিয়েই ইতি কর্তব্য সমাপণ করলে লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না। চাই ব্যাপকতা এবং দীর্ঘস্থায়ী এবং সমবায় হবে তার মূল কেন্দ্র। পরিশেষে Financial Awareness Programme- এর সফলতা কামনা করে শেষ করছি।

সমবায় ব্যাঙ্ক বেসরকারি হাতে তুলে দেবার বিরোধিতা করুন।

জেলা সমবায় ব্যাঙ্ক গুলিকে রাজ্য সমবায়ের সাথে একত্রীকরণ করতে হবে।

সমবায় ব্যাঙ্ক গুলির পুর্নগঠন সময়ের দাবি।

ঝাড়গ্রাম কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রঘুনাথপুর ❂ ঝাড়গ্রাম ফোন নং - ০৩২২১-২৫৫১৬৯

‘অরণ্যকন্যা ভবন’

ঝাড়গ্রাম জেলায় একমাত্র দীর্ঘমেয়াদী সমবায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান
পশ্চিমবঙ্গ সরকার যার অন্যতম অংশীদার
(NABARD কর্তৃক পুরস্কৃত)

সুবিধা জনক সুদে কৃষি, অ-কৃষি, গৃহঋণ প্রদান করা হয়।
কৃষি ঋণ সময়মতো শোধ দিন এবং সুদ ভর্তুকির সুবিধা নিন।
গৃহনির্মাণ, পান বরোজ, ট্রাক, ট্রাক্টর, গাড়ী, মাছচাষ বা পুকুর খনন প্রকল্পে ঋণ প্রদান করা হয়।

আকর্ষনীয় আমানত প্রকল্পে টাকা রাখুন।

মাথার ঘাম মাঠে ফেলে ফসল যারা ফলায়, যে কোনো প্রয়োজনে ঋণ তাদের দিচ্ছে সমবায়।
কৃষি-যন্ত্র, কৃষি-সেচ, গৃহের জন্য ঋণ, যেমন খুশি তেমন নিন, সময়ে শোধ দিন।

সময় মতো শুধলে ঋণ ; সুদে মিলবে ছাড়, শুধু তাই নয় ;
স্বল্প সুদে আবার মিলবে ধার, জীবন-জীবিকার সমস্যা থাকবে না আর।

গ্রাম বাংলার অগণিত কৃষক, কৃষির সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (SHG) সদস্য - সদস্যারাই আমাদের শক্তি, আমাদের গর্ব। গ্রাহকদের উন্নততর পরিষেবা প্রদানই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। যাদের কাছে দেশের সকল স্তরের মানুষ ঋণী, আমরা তাদেরকেই ঋণ দিয়ে থাকি। তাদের জীবন-জীবিকার পথ মসৃণ, প্রশস্ত ও সুষম হোক। আজ আমি-তুমি-আমরা সবাই সমবায়ে করবো প্রবেশ, স্বনির্ভরতার লক্ষ্য নিয়েই গড়বো মোরা নতুন দেশ। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, পরিবারের সকলকে ভালো রাখুন, সুস্থ রাখুন। ঋণ নিন, সময়ে শোধ দিন, জীবন-জীবিকার পথ মসৃণ করুন। আমরা মানুষের সাথে, মানুষের কাছে, মানুষের পাশে।

শ্রী বিদ্যুৎ দন্ডপাট — চেয়ারম্যান
শ্রী মুলুকচাঁদ হেমব্রম — ভাইস চেয়রাম্যান
শ্রী বিপ্লব বিশ্বাস — মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক